মডিউল-১০
অধ্যায়-১
স্থানীয় সরকারের পরিচিতি

১.১ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিবরণ ঃ-

'স্থানীয় সরকার' ধারণাটি এত ব্যাপক যে এটাকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কষ্টসাধ্য। তবুও বিশেষজ্ঞগণ স্থানীয় সরকারের রূপ,কাঠামো,সীমাবদ্ধতা অথবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এটাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ স্থানীয় সরকার বলতে এমন জনসংগঠনকে বুঝায় যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমারেখায় একটি দেশের অঞ্চল ভিত্তিতে বা জাতীয় সরকারের অংশ হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯,১১,৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসনগুসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবে এবং এ সব প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক,শ্রমিক এবং মহিলাদেরকে ষথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে। অনুচ্ছেদগু১১ তে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশিচত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৫৯ এ উল্লেখ রয়েছে যে, আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসন ভার প্রদান করা হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহে আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অনুর্ভুক্ত থাকবে;

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা ;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

অনুচ্ছেদ ৬০ এ উল্লেখ রয়েছে যে, ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকারীতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্তপ্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের যে কাঠামো রয়েছে তার সুচনা হয়েছে বৃটিশ আমলে প্রণীত ও প্রবর্তিত কিছু কিছু আইনের মাধ্যমে । অষ্টাদশ শতকের শেষভাবে শহর অঞ্চলে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বৃটিশ শাসন আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তগ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো,কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

১.২ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের বিবরণ ঃ-

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারগুলোর বিবর্তন, গঠন বা কাঠামো,কার্যাবলী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার আলোকে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের বিবরণ ঃ

ক) ইউনিয়ন পরিষদ ঃ বৃটিশদের আগমনের পূর্বে তৎকালীন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে খুব একটা নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে, বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন গ্রামগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচজন। গ্রামের গণ্যমান্য বয়স্ক লোকদের নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হতো।। সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্তনেয়া ছাড়াও এর দায়িত্ব ছিল বিচার কার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা। পঞ্চায়েতগুলো দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেরাই সম্পদ আহরণ করতো। এ পঞ্চায়েত বা গ্রাম সরকারগুলো যুগ যুগ ধরে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত প্রথার উদ্ভব ঘটে। অতএব এগুলোর কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না।

বৃটিশ শাসনামলে অর্থনৈতিক,প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং পল্লী অঞ্চলে বৃটিশদের ভিত্তি আরও দৃঢ় করার জন্য লর্ড মেয়ো এর আমলে ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদার আইন পাশ হয়। এর ফলে প্রথমবারের মত পল্লী অঞ্চলে আইনগত ভিত্তির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এবং পঞ্চায়েত প্রথার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ আইনের অধীনে পল্লী অঞ্চল ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়। কয়েকটি গ্রামকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রতিটি ইউনিয়নের গড় আয়তন ছিল প্রায় ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল। প্রতিটি ইউনিয়নে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সদস্যের সংখ্যা ছিল ০৫ জন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করতেন। যদি কোন নিয়োগকৃত সদস্য পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন তাহলে তাকে ৫০.০০(পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা দিতে হতো। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল শান্তিশৃংখলা রক্ষার্থে চৌকিদার নিয়োগ রক্ষা করা এবং চৌকিদারী কর আদায়ের মাধ্যমে চৌকিদারদের বেতনের ব্যবস্থা করা। এ করের সর্বনিম্ন হার ছিল ছয় আনা। যদি কোন পঞ্চায়েত কোন সময় চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতে অক্ষম হতেন,তবে সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল।

তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধার দরুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে,১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ আইনের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি,মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ,১৯৫৯ এর অধীন ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং এর গঠন,কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে। গড়ে ১০,০০০(দশ হাজার) লোকের বসবাসকারী এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়। মোট সদস্য সংখ্যার দু'তৃতীয়াংশ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং মহুকুমা প্রশাসক সরকারের পক্ষ হতে অবশিষ্ট একগুতৃতীয়াংশ সদস্য মনোনয়ন দান করতেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭, ১৯৭২ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২,১৯৭৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এর পরিবর্তন করে এর নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ৯জন সদস্য,একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইসগুচেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। তবে, স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ,১৯৭৬ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে বেশ পরিবর্তন ঘটে। ভাইসগুচেয়ারম্যানের পদটি বিলুপ্ত করা হয়। একজন চেয়ারম্যান ও ৯জন সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ প্রবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও এর নিজস্ব আয়ের উৎসের পরিবর্তন ঘটেছে। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান,৯জন সাধারণ সদস্য এবং একজন সংরক্ষিত আসনে ৩জন মহিলা সদ্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। একে পৌর,রাজস্ব ও প্রশাসন,নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনসহ মোট ১০টি বাধ্যতামূলক ৩৮টি ঐচ্ছিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

খ) গ্রাম সরকার ঃ ১৯৮০ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ,১৯৭৬ সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তনেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার(গঠন ও প্রশাসন) বিধি তৈরী করা হয়। এ বিধি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলাসহ মোট ১১জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রাম প্রধান ও সকল সদস্যই গ্রাম সভার সদস্যদের ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে মনোনীত হতেন। গ্রাম প্রধান সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সচিব হিসেবে নিয়োগ করতেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের প্রধানতঃ ৪টি কাজ ছিল ঃ (১) অধিক খাদ্য উৎপাদন,(২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ,(৩) জন্ম নিয়ন্ত্রঈ ও পরিবার পরিকল্পনা এবং (৪) আইনগুশৃংখলা রক্ষা।

গ) উপজেলা পরিষদ ঃ বাংলাদেশ সরকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গযন) অধ্যাদেশ জারী করেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান,প্রতিনিধি সদস্য,অফিসিয়াল সদস্য এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অফিসিয়াল সদস্য ছাড়া অন্যান্য

সদস্যদের ভোটাধিকার ছিল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন এবং সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় করেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মনোনীত সদস্যগণ পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) জেলা পরিষদ ঃ বৃটিশ শাসন আমলে বঙ্গীয় স্বায়ত্বশাসন আইন,১৮৮৫ প্রবর্তনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সর্বপ্রথম জেলা বোর্ড নামে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। জেলা বোর্ড নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হত। মোট সদস্যদের দু'তৃতীয়াংশ লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে নতুবা বাহির হতে নির্বাচন করতেন। অবশিষ্ট একগুতৃতীয়াংশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভাগীয় কমিশনার মনোনয়ন দিতেন। অতঃপর জেলা বোর্ডের সকল সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন অথবা প্রাদেশিক সরকারও চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন। তবে নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন ব্যতীত দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারতেন না।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী জেলা বোর্ডের নামকরণ করা হয় জেলা কাউন্সিল যা অফিসিয়াল ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। জেলা কাউন্সিলে মোট সদস্যের অর্ধেক জেলার অন্ড়র্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট অর্ধেক সদস্য সরকার নিয়োগ করতেন। জেলা প্রশাসক জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জেলা কাউন্সিলের দায়িত্বাবলীর মধ্যে ছিল সড়ক,ভবন,হাসপাতাল,ডিসপেনসারী,স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী,নলকুপ,ডাকবাংলার সংরক্ষণ এবং জেলার অন্ড়র্ভূত স্থানীয় পরিষদসমূহের তৎপরতার সমন্বয় সাধন করা। সরকারী অনুদান ছাড়াও কর,টোল,ফি ইত্যাদি ধার্যের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারতো। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭,১৯৭২ও এ জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড করা হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী একে জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়। জেলা পরিষদের আয়ের উৎস ছিল ৯টি। যেমন ঃ ১) স্থানীয় সরকার(জেলা পরিষদ) আইন,১৯৮৮ দ্বারা গঠিত জেলা পরিষদ যে জেলা পরিষদের উত্তরাধিকারী সেই জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ,২) জেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর,রেট,টোল,ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ৩) জেলা পরিষদের সম্পত্তি হতে আয় ৪) সরকারী অনুদান,৫) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ৬) জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয় ৭) জেলা পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা৮) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ ৯) সরকারের নির্দেশে জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের অব্যাহতি দেয়া হয় এবং এরপর সরকারের নির্বাহী আদেশে জেলা পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে।

১.৩ স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃ বিভাগীয় সম্পর্ক ঃ- স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃ বিভাগীয় সম্পর্ক রয়েছে। যা নিম্নরুপ ঃ-

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন এবং এ সংক্রান্তবিষয়াদি
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য
- গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী নির্ধারণ। এ বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ,প্রশিক্ষণ ও শৃংখলা ইত্যাদি
- কৃষি,শিল্প ও স্থানীয় সামাজিক উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী
- ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকতা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী
- ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলসমূহ ও বিশেষ তহবিলসমূহের পরিকল্পনা,নিয়ন্ত্রণ,হেফাজত ও বিনিয়োগ
- বাজেট প্রনয়ন ও মঞ্জুরী এবং আনুষাঙ্গিক সব বিষয়
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন,অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
- অধ্যাদেশের বর্ণিত যে কোন ধারার আওতায় অন্য কোন বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে বিধি দ্বারা এর ব্যবস্থাকরণ অথবা নির্ণয়
- কর,রেট ও ফির পরিমাণ নির্ধারণ,আদায় এবং আনষঙ্গিক সমস্ত বিষয়।

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের কর ধার্যের উৎসসমূহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীগণের বেতনের সরকারী অংশ এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতার সরকারী অংশ সরকার বহন করে থাকেন । কাজেই দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ তথা স্থানীয় সরকার আর্থিক দিক হতে অনেকাংশে সরকারের উপর নির্ভরশীল।

--oo--

১.৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ও পন্থা ঃ-

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরুপ ঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের কর প্রস্তাবনা অনুমোদন করা
- ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের নিয়োগ ও বদলীর ব্যবস্থা
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের শপথ গ্রহণ করানো
- ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বাজেট অনুমোদন করা
- অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা
- পূর্ত কর্মসূচী ও প্রকল্প অনুমোদন করা
- ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করা ও অনুমোদন দেয়া
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান,সদস্য ও সচিবগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তকরা
- ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন করা
- ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদান করা
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী এবং সকল প্রকার সরকারী অনুদান প্রদান করা
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্তমাসিক সভা পরিচালনা ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করা
- দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন পরিষদের সাথে অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিস্পত্তি করা
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সম্পত্তির বিবরণ গ্রহণ করা।

--oo--

অধ্যায়-২
ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী

২.১ ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ঃ-

বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়নকে প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে ঘোষণা করায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে এক নতুন ও ব্যতিক্রমধর্মী সংযোগ হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আজ সব উন্নয়নের কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তাই ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পিত হয়েছে প্রচুর দায়িত্ব।

২.২ ইউনিয়ন পরিষদের কাজ ঃ-

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর ৩০,৩১,৩২ ও ৩৩ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী উল্লেখ রয়েছে। এ কার্যাবলী মূলতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১) পৌর কার্যাবলী,২) পুলিশ ও নিরাপত্তা,৩) রাজস্ব ও প্রশাসন,৪) উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ এবং ৫) বিচার।

১) পৌর কার্যাবলী ঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর ৩০ ধারায় পৌর কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। পৌর কার্যাবলী ২ ভাগে বিভক্তও বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক।

বাধ্যতামূলক কার্যাবলী ঃ

- আইনওশৃংখলা রক্ষা করা এবং এ বিষয়ে প্রশাসনকে সহায়তা করা;
- অপরাধ,বিশৃংখলা এবং চোরাচালান দমনার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- কৃষি,বৃক্ষ রোপণ,মৎস্য ও পশু পালন,স্বাস্থা,কুটির শিল্প,সেচ যোগাযোগ;
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো;
- স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো এবংতার ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- জনগণের সম্পত্তি যথাওরাস্তা,ব্রীজ,কালভার্ট,বাধ,খাল,টেলিফোন,বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা;
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা;
- জন্মওমৃত্যু,অন্ধ,ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের নিবন্ধন করা;
- সব ধরনের শুমারী পরিচালনা করা।

ঐচ্ছিক কার্যাবলী ঃ

ইউনিয়ন পরিষদ(স্থানীয় সরকার) অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর প্রথম তপসিলে প্রথম খন্ডে ঐচ্ছিক কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরুপ ঃ

- জনপথ ও রাজপথের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- সরকারী স্থান,উন্মুক্ত জায়গা,উদ্যান ও খেলার মাঠ এর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ

- জনপথ,রাজপথ ও সরকারী স্থানে আলো জ্বলানো
- সাধারণভাবে গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনপথ,রাজপথ ও সরকারী জায়গায় গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ
- কবরস্থান,শ্মশানঘাট,জনসাধারণের সভার স্থান ও জনপথের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনাসহ ইত্যাদি।

২। পুলিশ ও নিরাপত্তা

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার গ্রাম পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা এবং তাদের নিয়োগ,প্রশিক্ষণ ও শিষ্টাচার নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করবে। অধ্যাদেশের প্রথম তফশিলের ২য় অংশে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ও নিরাপত্তা সুসংহত করার বিষয় বিশদভাবে অনুভুত হওয়ায় সরকারের নির্দেশে প্রতিটি গ্রামে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন করা হয়েছে। এ গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের গঠন ও কার্যাবলীর সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন করার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- রাষ্ট্র বিরোধী কাজে লিপ্ত এবং অস্ত্রধারী দুস্কৃতিকারীদের বিরূদ্ধে জনমত গঠন করা
- নিজ নিজ এলাকার মধ্যে যাতে দুস্কৃতিকারী ও অন্যান্য অপরাধীগণ খাদ্য ও আশ্রয় না পায় তার ব্যবস্থা করা এবং তাদের দমন করতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে সাহায্য করা।
- বে-আইনী অস্ত্র উদ্ধারে সাহায্য করা
- নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহ পাহারার কাজে অংশগ্রহণ করা
- নতুন লোকের আগমন ও চলাফেরা সম্পর্কে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করা।

৩। রাজস্ব ও প্রশাসন ঃ

নিজস্ব দায়িত্ব ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ রাজস্ব ও প্রশাসন কাজে সহায়তা করবে। রাজস্ব অথবা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে রাজস্ব ও কর্মকর্তা এবং সাধারণ প্রশাসনকে সহায়তা করবে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী ইউনিয়নের রাজস্ব ও প্রশাসন পরিচালনা,রাজস্ব আদায়ের রেকর্ড ও মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়ন,সার্ভে বা শস্য পরিদশনে সহায়তা করবে।

৪। উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ ঃ

গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি ও সমবায় আন্দোলনের বিস্তার এবং বন,পশু ও মৎস সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। যেমন-

- বিভিন্ন সেক্টরে লক্ষ্য মাত্রা
- প্লানের নির্দিষ্ট প্রকল্পসমূহ
- কি ধরণের কর্মচারী প্রয়োজন হবে এবং এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে কিনা
- যে সকল দ্রব্যাদি এবং সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে
- কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে এবং কিভাবে তা পাওয়া যাবে।

৫। বিচার ঃ আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। এ দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শহরে গিয়ে দীর্ঘদিন মামলা মোকদ্দমা চালনা অত্যন্তকঠিন ব্যাপার। সুতরাং তাদেরকে ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা ও মামলা মোকদ্দমা নিস্পত্তি এবং বিড়ম্বনা ও এ সংক্রান্তখরচের হাত থেকে অব্যহতি দেয়ার জন্য সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিকভাবে বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম আদালত গঠনের মাধ্যমে কতিপয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার মামলার বিচার করতে পারে।

--oo--

২.৩ গ্রাম্য আদালত গঠন ও বিচার কাজ ঃ-

আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। এ দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শহরে গিয়ে দীর্ঘ দিন মামলা গুমোকদ্দমা চালানো অত্যন্তকঠিন ব্যাপার । তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কয়েক বছর যদিও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় বিচার কার্য করার কোন ক্ষমতা ছিল না কিন্তু গ্রাম আদালত অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ এর মাধ্যমে ইউনিয় পরিষদগুলোকে পুনরায় বিচার কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিচার নিস্পত্তিমূলক ও সহজলভ্য করার উদ্দেশোই এ আদালতে প্রবর্তন করা হয়েছে।

গঠন ঃ একজন চেয়ারম্যান এবং বিবাদের প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্য নিয়ে মোট ৫জন সদস্য সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্যের একজন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতে চেয়ারম্যান হবেন।

কার্যপদ্ধতি ঃ গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে বিবাদের যে কোন পক্ষ বিচার চেয়ে গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট ৪.০০ টাকা (দেওয়ানী মামলা হলে) অথবা ২.০০ টাকা (ফৌজদারী মামলা হলে) ফি দিয়ে আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণাদি থাকতে হবে ঃ

ক) যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হচ্ছে তার নাম

খ) আবেদনকারীর নাম,ঠিকানা ও পরিচয়

গ) বিবাদীর নাম,ঠিকানা ও পরিচয়

ঘ) যে ইউনিয়ন অপরাধ ঘটেছে অথবা মামলার কারণের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম

ঙ) সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও পরিমান

চ) প্রার্থীত প্রতিকার

ছ) আবেদনকারী লিখিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

উল্লেখ্য, কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা যাবে না। চেয়ারম্যান অভিযোগ অমূলক মনে করলে আবেদন নাকচ করতে পানের। তবে, এ ক্ষেত্রে নাকচের কারণ লিখে আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরৎ দিতে হবে।

গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্তঃ গ্রাম আদালতের রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে, যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্তগৃহীত হবে, তার অনুপাত রায়ে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। রায়ের পর ৪নং ফরমে একটি ডিক্রী প্রস্তুত করতে হবে।

গ্রাম আদালতে জরিমানা ঃ আইন সঙ্গত কারণ ছাড়া নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি গ্রাম আদালত অবমাননার দোষে. দোষী হতে পারেন

ক) আদালত চলাকালীন আদালতকে বা তার কোন সদস্যকে কাজ চলাকালে অপমান করা

খ) আদালতে কোন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা

গ) আদালতের কোন বৈধ কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা

ঘ) আদালতের আদেশ সত্বেও কোন দলিল দাখিল বা অর্পণ করতে ব্যর্থ হওয়া

ঙ) সত্য কথা বলার জন্য শপথ নিতে অস্বীকার বা আদালতের নির্দেশানুসারে প্রদত্ত জবানবন্দীতে দস্তখত করতে অস্বীকার করা।

উল্লিখিত যে কোন একটি অপরাধের জন্য গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য ৫০০/ঙ টাকা পর্যন্তজরিমানা করতে পারেন।

--o--

২.৪ ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসমূহ পরিচিত ঃ-

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকিবে। উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হবে।

- সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী
- স্থানীয় সরকার(ইউনিয়ন পরিষদ),২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল স্থানীয় উৎস হতে আয়
- অন্য কোন পরিষদ কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী
- সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণসমূহ (যদি থাকে)
- পরিষদ কর্তৃক,প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,আদায়কৃত সকল কর, রেইট,টোল,ফিস ও অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ
- পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক নির্মিত বা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল,ঔষধালয়,ভবন,প্রতিষ্ঠান বা পূর্ত কার্য হতে প্রাপ্ত সকল আয় বা মুনাফা
- কোন ট্রাস্টের নিকট হতে উপঢৌকন বা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ
- এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত জরিমানা ও অর্থদন্ডের অর্থ
- পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য সকল প্রকার অর্থ
- এই আইন কার্যকর হইবার কালে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল।

--oo--

২.৫ জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম ঃ-

জাতীয় পরিকল্পনা প্রনয়ন,সুশাসন ও শিশু অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্ম নিবন্ধন একান্তজরুরী। বক্তির পরিচিতি ও বয়স প্রমাণের জন্যও জন্ম সনদ অত্যাবশ্যক। ১৮৭৩ সালে প্রণীত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইনে এ দেশে জন্ম গ্রহণকৃত সকলের জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে, জন্ম সনদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমিত থাকায় জন্ম নিবন্ধনে জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। ফলশ্রুতিতে, নিবন্ধন কার্যক্রমে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই।

২। এসব বিষয়াদির বিবেচনায় জন্ম নিবন্ধনকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে নতুন করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন,২০০৪ প্রণয়ন করা হয়েছে যা ৩ জুলাই ২০০৬ থেকে কার্যকরী হয়েছে। ২০০৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সকলের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য একটি সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সংক্রান্তপ্রণীত নির্দেশিকা ও কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নিবন্ধনের কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

নিবন্ধক ও নিবন্ধন ঃ নিবন্ধক ঃ জন্ম ও মৃতু্য নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। যথাঃ-

ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী,মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার।

খ) পৌরসভায় এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী,মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার ।

গ) ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী,মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সদস্য।

ঘ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী,মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ।

ঙ) বিদেশে জন্মগ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারী কোন বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

নিবন্ধন ঃ ১) জাতী,ধর্ম,বর্ণ,গোষ্ঠী,লিঙ্গ নির্বিশেষে নিবন্ধক সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধন করবে।

২) নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তির জন্ধ বা মৃত্যু নিবন্ধকের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

৩) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য এই ধারার অধীন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকবে যে, উক্ত তথ্য সঠিক এবং উক্ত জন্ম বা মৃত্যু ইতিপূর্বে নিবন্ধিত হয় নাই।

নিবন্ধকের দায়িত্ব ঃ

ক) সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করা

খ) নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং ফরম,রেজিস্টার ও সনদ ছাপানো অথবা সংগ্রহ

গ) নিবন্ধন সংক্রান্তনথিপত্র বা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করা

ঘ) জন্ম ও মৃত্যু সনদ সরবরাহ করা এবং

ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব।

জন্ম ও মৃত্য তথ্য প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি ঃ ১) শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি শিশুর জন্মের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ততথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকবেন।

২) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি মৃত্যুর ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মৃত্যুসংক্রান্ততথ্য নিবন্ধনের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকবেন।

জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদান ঃ

কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে নিবন্ধক নির্ধারিত ফি ও পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করবেন।

বিলম্বিত নিবন্ধন ঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা না হইলে পরবর্তী সময় উহা নির্ধারিত সময় ,পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন করা যাইবে। যেমনঃ

১	অনূর্ধ্ব আঠার বৎসর বয়সের ব্যক্তিদের জন্য নিবন্ধন	শূন্য
২	অন্যূন আঠার বৎসর বয়সের ব্যক্তিদের জন্য নিবন্ধন	৫০.০০(পঞ্চাশ) টাকা
৩	কোন ব্যক্তি মৃত্যু নিবন্ধন	শূন্য

জন্ম সনদের ব্যবহার ঃ ক) পাসপোর্ট ইস্যু,খ) বিবাহ নিবন্ধন,গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি,ঘ) সরকারী,বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান,ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু,চ) ভোটার তালিকা প্রনয়ন,ছ) জমি রেজিস্ট্রেশন এবং জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ক্ষেত্রে।

--oo--

২.৬ স্থানীয় সম্পদ সমূহের তালিকা ঃ-

সরকার কোন পরিষদ বা উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারী সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিণ্ডবিধান অনুযায়ী উক্ত পরিষদকে হস্তান্তর করতে পারবে এবং উক্তরুপ হস্তান্তরিত সম্পত্তি ঐ পরিষদের উপর বর্তাইবে ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

২.৭ বিভিন্ন প্রকার জরিপ ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন প্রকার জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যেমনণ্ড কৃষি শুমারী,আদম শুমারী , ভোটার তালিকা প্রনয়ন, বসত বাড়ীর কর ধার্য সংক্রান্তজরিপ,প্রকৃত দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের নামের যাচাইণ্ডবাছাই ইত্যাদি।

২.৮ ট্যাক্স নির্ধারণ ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদ চতুর্থ তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর,রেইট,টোল, ফিস ইত্যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর আরোপ করতে পারবে।

১। নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপোপিত ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর অথবা ইউনিয়ন রেইট

২। পাকা ইমারতের সর্বমোট আয়তনের প্রতি বর্গফুটের উপর নির্ধারিত হারে ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি

৩। পেশা,ব্যবসা এবং বৃত্তির(কলিং) উপর কর

৪। সিনেমা,ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং চিত্ত বিনোদনের উপর কর

৫। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি

৬। ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে হাটণ্ডবাজার,হস্তান্তরিত জলমহাল এবং ফেরী ঘাট হতে ফি (লীজ মানি)

৭। স্থাবর সম্পণ্ডি হস্তান্ড়র কর বাবদ আয়ের অংশ

৮। নিকাহ নিবন্ধন ফি

৯। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্তআয়ের অংশ

১০। বিজ্ঞাপনের উপর কর ।

২.৯ খানা জরিপ ঃ-

একটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রকৃত লোকসংখ্যা যাচাইয়ের নিমিত্ত পরিবার ভিত্তিক লোক সংখ্যা গণনা করা হয়ে থাকে।

--oo--

অধ্যায়-৩

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের দায়িত্ব ও কার্য

৩.১ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব ও কাজ ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনিই হচ্ছেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী। পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের অনুমোদন প্রয়োজন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকেন। পৌর কার্যাবলী,উন্নয়ন কার্যাবলী এবং রাজস্ব ও প্রশাসন বিষয়ক কার্যাবলী। এ সবগুলোরই তদারক করার ভার চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত। বিভি'ন ওয়ার্ডের সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে এসব দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হিসেবে চেয়ারম্যানের অন্যতম প্রধান কাজ প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। ইউনিয়নের সার্বিক কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য একটি অফিস রয়েছে। তাদের পরিচালনা করা,ছুটি ও বেতন দেয়া এবং তারা যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা তদারক করা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ।

খ) গণসংযোগ কার্যক্রম ঃ স্থানীয় পর্যায়ে গণসংযোগ রক্ষায় চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন এবং সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে যাতে সহজে অবহিত হতে পারেন সেজন্য ইউনিয়ন পরিষদের বিগত কয়েক বছরের কার্যবিবরণীসহ বর্তমান সময়ের পরিকল্পনা বোর্ডে টানিয়ে রাখবেন,যা 'এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদ' নামে অভিহিত হবে।

গ) রাজস্ব ও বাজেট সংক্রান্তকার্যক্রম ঃ যে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। পরিষদের আয়ের নিজস্ব উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর,রেট এবং ফি। তাছাড়া পরিষদ প্রতিবছর সরকার থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। এ অর্থ যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয় তা দেখার দায়িত্ব চেয়ারম্যানের। নিয়মানুযায়ী চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্য এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংগে পরামর্শ করে কর,রেট ও ফি ইত্যাদি ধার্য করে থাকেন। এ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে চেয়ারম্যান করা আদায়কারী নিয়োগ এবং তার কাজের তত্ত্বাবধান করবেন।

ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা পরিষদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ কার্যক্রম পরিচালনা,তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পরিষদের চেয়ারম্যানের। রাস্তা,খাল,সাঁকো তৈরী ও সংস্কার সাধনের জন্য চেয়ারম্যান স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। পল্লীপূর্ত কর্মসূচী এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ অন্যান্য কর্মসূচীর অধীনে

খাল খনন,পুনঃখনন এবং ভৌত অবকাঠামো তৈরীতে চেয়ারম্যান সহযোগিতা করবেন। রাস্তার পার্শে বাতি জ্বালানো,গাছ লাগানো,এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা,পুকুর ও খাল বিলের কচুরীপানা পরিস্কার,যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ইত্যাদিতে চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

ঙ) বিচার বিষয়ক কার্যাবলী ঃ এলাকার বিচার বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনায় পরিষদের চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা নিস্পত্তি করেন,ফলে জনসাধারণ জেলা আদালতে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন অসুবিধা হতে রেহাই পান।

৩.২ ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার(সদস্য)/ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলরদের কাজ ঃ-

সরকার স্মারক নং-প্রজেই-৩/বিবিধ-১৪/২০০১/৮০১ ১০/০৯/২০০২ ইং তারিখ একটি পরিপত্র জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী বন্টন করেছেন। এ পরিপত্র অনুযায়ী সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী হচ্ছে ঃ

সংরক্ষিত আসন ঃ

- সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ,বাল্য বিবাহ রোধসহ বিবাহ বন্ধন নিশ্চিতকরণ এবং এ সংক্রান্তকমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার আইন-শৃংখলা রক্ষা কমিটি ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন।
- সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

সাধারণ আসন ঃ

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠন ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটি ওয়ার্ডের অপরাধ,বিশৃঙ্খলা,চোরাচালান দমন,অপরাধমূলক ও বিপদজনক ব্যবসা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদেক অবহিত করবে।
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার জন্ম-মৃত্যু,অন্ধ,ভিক্ষুক,দুঃস্থ ও অসহায় বিধবা,এতিম,গরীব প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিবন্ধনের জন্য গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে দু'টি ফরম পুরণ করার ব্যবস্থা করে এক কপি নিজের কাছে এবং অপর কপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার আদমশুমারীসহ সকল ধরণের শুমারী পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন।
- সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

অধ্যায়-৪

ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ পরিচিতি ও রক্ষণাবেক্ষণ

৪.১ ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তাঘাট ও হাটগুবাজার পরিচিতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও কৌশল ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের হাটগুবাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা,টোল আদায়,রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী দেখাশুনার জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং তাদের সাথে সম্পাদিত কার্যাবলী তদারকি,নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করা।

৪.২ স্থানীয় হাটবাজার ইজারা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ-

সরকারী হাটগুবাজার ইজারা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সংক্রান্ত,স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ০৭/০২/২০০৮ তারিখের প্রজেইগু২/হ-৫/২০০৮/ ১১৬/১(৫৫০০) নং স্মারক এ সরকার হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং ইজারা পদ্ধতির বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতিমালা জারী করেন।

ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ঐ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি হাটগুবাজার সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকবেঃ

১) বিগত সালে হাটগুবাজার ইজারা মূল্য এক লক্ষ টাকার কম হইতে হইবে

২) হাটগুবাজার ইজারা প্রদান কার্যক্রম উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অন্যান্য হাটগুবাজারের সাথেই সম্পন্ন হইবে।

৩) ইজারালব্ধ টাকা অত্র নীতিমালার আলোকে বন্টনের পর অবশিষ্ট ৫০% অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের প্রদান করতে হইবে।

৪.৩ রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ-

প্রতিটি ইউনিয়নে পরিষদে মালিকানাধীন রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ। যা, রক্ষণাবেক্ষণ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

৪.৪ হাটগুবাজারের পরিবেশ রক্ষা ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হাটগুবাজার ইজারালব্ধ আয় হতে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাদি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাই,ইজারাকৃত হাটগুবাজার সমূহের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪.৫ হাটওবাজারের শৃংখলা রক্ষা ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ইজারাকৃত হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ। তাই হাট-বাজার সমূহের শৃংখলা রক্ষা উচিৎ।

৪.৬ ভেজাল প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম ঃ-

প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভেজাল বিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করে ভেজাল বিরোধী সচেতনা গ্রহণ করা যায়।

--oo--

অধ্যায়-৫

ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের সাথে সমন্বয় ঃ

৫.১ ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তযাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব সচিব পালন করে থাকেন। সচিব ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্বরুপ। তিনি হচ্ছেন অফিসের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী। বাজেট তৈরী থেকে শুরু করে পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যন্তবহুবিধ দায়িত্ব তিনি পালন করেন। পরিষদের সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে সচিব নথি সংরক্ষণ,অফিস ব্যবস্থাপনা,বাজেট,হিসাব ও নথিপত্র সংরক্ষণ,সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা,উন্নয়নমূলক কাজ,বিচামূলক কার্যক্রমে সচিব বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেন থাকেন।

গ্রাম পুলিশ ঃ গ্রাম পুলিশ প্রত্যেক সদস্যদের যে কোন নাম বা উপাধিতে সম্বোধন করা হোক না কেন তারা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর তফসিলও১ এর ২য় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং কর্তৃব্য পালন করবেন। গ্রামপুলিশ সদস্যরা দিনে ও রাতে ইউনিয়নে পাহারা ও টহলদারী করবেন। অপরাধের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অনুসন্ধান ও দমন করবেন এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে সাধ্যমত পুলিশকে সহায়তা করবেন। চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদকে সরকারী দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন। জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং এলাকার সব জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের অবহিত করবেন।

৫.২ সমন্বয়ের বিষয়সমূহ ঃ-

কৃষি,শিক্ষা,পশু সম্পদ ,মৎস্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম।

৫.৩ সমন্বয় পদ্ধতি ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণকে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫.৪ সমন্বিত কাজের বাস্তবায়ন কৌশল ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণকে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে সার্বিক কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা উচিৎ।

অধ্যায়-৬

ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং ঃ

৬.১ বিভিন্ন প্রকার কমিটির গঠন প্রক্রিয়া ঃ-

ক) ইউনিয়ন পরিষদ উহার কার্যাবলী সুচারুরুপে সম্পাদন করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে। যথা-

১) অর্থ ও সংস্থাপন

২) হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ

৩) কর নিরুপন ও আদায়

৪) শিক্ষা,মৎস্য ও পরিবার পরিকল্পনা

৫) কৃষি,মৎস্য ও পশু সম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ

৬) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন,সংরক্ষণ,রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি

৭) আইন শৃংখলা রক্ষা

৮) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন

৯) স্যানিটেশন,পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন

১০) সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১১) পরিবেশ উন্নয়ন,পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপন

১২) পারিবারিক বিরোধ নিরসন,নারী ও শিশু কল্যাণ (পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজ্য হইবে না)

১৩) সংস্কৃতি ও খেলাধুলা।

খ) উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত পরিষদ,এই আইনের বিধান সাপেক্ষে,প্রয়োজনে,ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদনক্রমে,অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

গ) স্থায়ী কমিটি পাঁচ হইতে সাত সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

৬.২ অর্থ ও সংস্থাপন কমিটির কার্যাবলী ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ ও সংস্থাপন সংক্রান্তকার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৩ শিক্ষা ও গণশিক্ষা কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা ও গণশিক্ষা সংক্রান্তকার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৪ নিরীক্ষা ও হিসাব কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্তকার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৫ কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক সংক্রান্তকার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৬ সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের ক সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার বিষয়ক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৭ কুটির শিল্প ও সমবায় কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের কুটির শিল্প ও সমবায় বিষয়ক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৮ আইন-শৃংখলা কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে আইনশৃংখলা সংক্রান্তকার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.৯ নারী ও শিশু কল্যাণ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও শিশু কল্যাণ,সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সংক্রান্তকার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

৬.১০ মৎস্য ও পশু সম্পদ কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে মৎস্য ও পশু সম্পদ সংক্রান্তকার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন।

৬.১১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপন কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপন সংক্রান্তকার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন।

৬.১২ ইউনিয়ন পূর্ত কর্মসূচি কমিটির কাজ ঃ-

এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে পূর্ত কর্মসূচি সংক্রান্তকার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন।

৬.১৩। পল্লী, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কমিটির কাজ ঃ এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদে পল্লী,পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্তকার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন।

৬.১৪ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) গঠন প্রক্রিয়া ঃ-

কয়েকটি গ্রামের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির গঠন সম্পন্ন হয়।

৬.১৫ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মধ্যে দায়িত্ব বন্টন ঃ-

গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কোন সুনির্দিষ্ট কাজ না থাকলেও রাস্তা তৈরী, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধাদির তত্ত্বাবধান করতে পারে।

৬.১৬ উপজেলা পরিষদের গঠন ঃ-

বাংলাদেশ সরকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গযন) অধ্যাদেশ জারী করেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান,প্রতিনিধি সদস্য,অফিসিয়াল সদস্য এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অফিসিয়াল সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের ভোটাধিকার ছিল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন এবং সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় করেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মনোনীত সদস্যগণ পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যায়-৭

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী ঃ

৭.১ উপজেলা পরিষদের কাজ ঃ-

উপজেলা পরিষদের কাজ নিম্নরুপ ঃ-

- উপজেলা পরিষদ তহবিল সংক্রান্তসকল বিষয়
- পরিষদ তহবিল বহির্ভুত ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্তপ্রস্তাব
- ট্যাক্স,রেইটস,টোলস এবং ফিস আরোপের প্রস্তাব
- উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট
- উপজেলা পরিষদের বার্ষিক হিসাব বিবরণী
- উপজেলা পরিষদের সংশোধিত বাজেট
- চলতি অর্থ বছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয় নাই এইরুপ ব্যয়ের প্রস্তাব
- উপজেলা পরিষদের ব্যয়ের অডিট ।

৭.২ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কার কার্যাবলী ঃ-

- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প
- উপজেলা পরিষদের পাঁচশালা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্ল্যান্ট বুক প্রস্তুত এবং উহার হালনাগাদকরণ
- পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ।
- পরিষদের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়
- উপজেলা পরিষদের তহবিল বিনিয়োগ সংক্রান্তপ্রস্তাব।

অধ্যায়-৮

উপজেলা পরিষদের সাথে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় ঃ

৮.১ ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে তাঁহার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। তিনি পরিষদের অর্থ ব্যয়ের ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সকল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করবেন। তিনি পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৮.২ কৃষি বিভাগের সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

১) উপজেলা পরিষদের সাথে সমন্বয় করিয়া স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

২) স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণসহ একটি ডাটা ব্যাংক তৈরী করা।

৩) সার, বীজ,সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রাপাতি সরবরাহ,প্রাপ্তি ও বিতরণের কাজে সমন্বয় সাধন।

৮.৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান ।

৩) উপজেলা ও তদ্‌নিম্ন পর্যায়ে হাসপাতালের বহিঃবিভাগ,অন্তর্বিভাগ ও জরুরী বিভাগে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান,দিক নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান।

৮.৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃগু

১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও কারিগরি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানসহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পানির গুণাগুণ পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্তদায়িত্ব পালন।

৮.৫ আনসার ভিডিপি'র সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সার্বিক সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

৮.৬ পশু সম্পদ বিভাগের সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

১) মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পর্কিত সেবা প্রদান

২) মাছের উৎপাদন,বাজারজাতকরণ ও পরিবহণের সার্বিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করা।

৩) পুকুর দীঘি ও অন্যান্য জলাশয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্পাদনের ব্যবস্থা।

৮.৭ ভূমি অফিসের সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

৮.৮ সমাজ সেবা বিভাগের সাথে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কাজের সমন্বয় ঃ-

১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

২)উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) বাস্তবায়নে নিয়মিত প্রকল্প গ্রামসমূহ পরিদর্শন করবেন।

৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর সমন্বয় ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ।

অধ্যায়-৯

সামাজিক কুণ্ডপ্রথা প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ

৯.১ বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক, হিল্লা, যৌতুক প্রতিরোধে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ-

ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ঃ

- ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।
- তত্ত্বাবধান,মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান
- ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
- মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ

- ইউনিয়ন সমূহে যৌতুক,বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি ১০০% নিশ্চয়তার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ
- ইউনিয়নে মাসে নিম্নপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করা
- মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ

৯.২ বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, তালাক, হিল্লা, যৌতুক প্রতিরোধে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ-

- ইউনিয়ন সমূহে যৌতুক,বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি ১০০% নিশ্চয়তার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ
- ইউনিয়নে মাসে নিম্নপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করা
- প্রতি সভায় উপজেলা পরিষদের কমপক্ষে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা
- মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ

৯.৩ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ-

প্রথমতঃ ইউনিয়নটি বাছাই করে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি,সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা,নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা , ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান প্রভৃতি।

৯.৪ এসিড নিক্ষেপ, মাদক, সন্ত্রাস ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা রোধে ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ-

- ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।
- মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান
- ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
- মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ঃ

- ইউনিয়ন সমূহে এসিড নিক্ষেপ,মাদক,সন্ত্রাস ইত্যাদি ১০০% নিশ্চয়তার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ
- ইউনিয়নে মাসে নিম্নপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করা
- মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ

--oo--